



10543 - তাবযি লটকানোর বধিবিধান, তাবযি কবিদনজর ও হিসাক কে প্রতরোধ করে?

প্রশ্ন

আমি জানতে চাচ্ছি, তাবযি লটকানো কী জায়গায়? আমি বিলাল ফলিপিসরে ‘কতিবুত তাওহীদ’ ও অন্য কিছু বই পড়ছি। তবে, আমি মুয়াত্তাতা কে কিছু হাদিস পয়েছি; যো হাদিসগুলো কিছু তাবযিকে জায়গায় করে। অনুরূপভাবে কতিবুত তাওহীদেও উল্লেখ করা হয়েছে যো, কোন কোন সলফে সালহীন কিছু তাবযি ব্যবহারেরে অনুমতি দিতো। এ হাদিসগুলো মুয়াত্তার ৫০ তম খণ্ডে রয়েছে। হাদিস নম্বর হচ্ছে ৪, ১১ ও ১৪। আশা করে জবাব দবিতো। আমাকে এ হাদিসগুলোর সঠিকতার ব্যাপারে এবং এ বিষয়ে আরও বেশি তথ্য অবগত করবো। আপনাকে ধন্যবাদ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

প্রশ্নকারী ভাই যো হাদিসগুলোর সঠিকতার ব্যাপারে জানতে চয়েছেন আমরা সো হাদিসগুলো পাইনি। যহেতু আমরা হাদিসগুলো জানতে পারিনি। কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন যো, মুয়াত্তার ৫০ তম খণ্ডে! কিন্তু মুয়াত্তা এক খণ্ডেরে কতিব।

তবে আমরা এ বিষয়ে যো হাদিসগুলো রয়েছে সাধ্যানুযায়ী সো হাদিসগুলো উল্লেখ করব এবং এ হাদিসগুলোর উপর আলমেদরে আরোপকৃত হুকুম উল্লেখ করব। হতে পারে এগুলোর মধ্যে প্রশ্নকারী ভাইয়েরে উদ্দৃষ্টি হাদিসগুলো থাকতে পারে।

১। আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যো, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশটি স্বভাবকে অপছন্দ করতেন; তবে হারাম হিসেবে নয়: খালুক (হলুদ রঙেরে বশিষে সুগন্ধি), শুভ্র কশেরে পরবিত্তন, লুঙগি ঝুলিয়ে পরা, স্বর্ণেরে আংটি পরা, পাশা খেলো, অনুপযুক্ত স্থানে সৌন্দর্যেরে প্রদর্শন, মুআওয়যিত (সূরা নাস, সূরা ফালাক...) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ঝাড়ফুক করা, তাবযি লটকানো, নরিদৃষ্টি স্থানেরে পরবিত্তে অন্যত্র বীর্যপাত করা এবং বাচ্চা নষ্ট করা।” [সুনানে নাসাঈ (৫০৮৮০) ও সুনানে আবু দাউদ (৪২২২)]

“খালুক”: এক প্রকার হলুদ রঙেরে সুগন্ধি।

“নরিদৃষ্টি স্থানেরে পরবিত্তে অন্যত্র বীর্যপাত করা”: অর্থাৎ বীর্য স্ত্রীর যটোনাঙগে না ফলে অন্যত্র ফলো।

“বাচ্চা নষ্ট করা”: অর্থাৎ দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। কারণ স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে গেলে তার দুধ থাকবে না।
অর্থাৎ তিনি দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সহবাস করাকে অপছন্দ করছেন; হারাম করছেন।

শাইখ আলবানী ‘যায়ফুন নাসাঈ’ গ্রন্থে (৩০৭৫) হাদিসটিকে যয়ীফ (দুর্বল) বলছেন।

২। আব্দুল্লাহ বনি মাসউদরে স্ত্রী যয়নব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি যে, তিনি বলেন: নশ্চয় ঝাড়ফুক, তাবযি ও কবচ শরিক। ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী বললেন: আপনি কেন এ কথা বলছেন? আল্লাহর শপথ! আমার চোখ থেকে কতের ও পানি বেরে হত। তখন আমি অমুক ইহুদীর কাছে যেতাম। সে আমাকে ঝাড়ফুক করলে আমার চোখ শান্ত হয়ে যেত। তখন ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন: সেটা ছিল শয়তানরে কাজ। শয়তান তার হাত দিয়ে চোখে খেঁচা দিত। যখন ঝাড়ফুক করা হত তখন শয়তান চোখ থেকে সরে যেত। বরং তোমার এইটুকু বলাই যথেষ্ট যত্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: **أَذْهَبَ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ أَشْفَى أَنتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا** (ওহে মানুষের প্রভু! আপনি রোগ দূর করে দেন। আরোগ্য করুন। আপনিই তো আরোগ্যকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া কোন আরোগ্য নাই। এমন আরোগ্য দেন যাতে করে কোন রোগই না থাকে।) [সুনানে আবু দাউদ (৩৮৮৩), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৫৩০)] শাইখ আলবানী এ হাদিসটিকে ‘আস-সলিসলিতুস সহহি’ গ্রন্থে (৩৩১) ও (২৯৭২) সহহি বলছেন।

৩। উকবা বনি আমরে আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি: “যে ব্যক্তি কবচ ঝুলাবে আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূরণ না করেন এবং যে ব্যক্তি **ودعة** (পাথর) লটকাবে আল্লাহ যেন তাকে স্বস্ততি না রাখেন।” [মুসনাদে আহমাদ (১৬৯৫১)] আলবানী ‘যয়ীফুল জামে’ গ্রন্থে (৫৭০৩) এ হাদিসটিকে দুর্বল।

৪। উকবা বনি আমরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, “একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একদল লোক উপস্থিত হল। তিনি দিলটির নয়জনকে বাইআত করালেন। একজনকে বাইআত করাননি। তারা (সাহাবীরা) বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি নয়জনকে বাইআত করিয়েছেন; একে করাননি কেন? তিনি বললেন: তার সাথে কবচ রয়েছে। তখন লোকটি হাত ঢুকিয়ে কবচটি ছিঁড়ে ফেলল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাইআত করালেন। আর বললেন: যে ব্যক্তি কবচ লটকালো সে শরিক করল।” [মুসনাদে আহমাদ (১৬৯৬৯)] আলবানী ‘আস-সলিসলিতুস সাহহি’ গ্রন্থে (৪৯২) হাদিসটিকে সহহি বলছেন।

দুই:

আরবী **النمائم** শব্দটি **نَمِيمَة** শব্দরে বহুবচন। **نَمِيمَة** (তাবযি-কবচ) হল: অনশ্চিৎ দূর করা (বশিষেতঃ বদনজর) কথিবা কল্যাণ আনয়ন করার উদ্দেশ্যে পুতি, হাড়ি ইত্যাদি যা কিছু বাচ্চাদের গলায় কথিবা বড় মানুষের গলায় ঝুলানো হয় কথিবা বাসার

উপরে বা গাড়ীতে রাখা হয়।

তাবযি-কবচরে প্রকারভেদে ও প্রত্যেকে প্রকারের হুকুম সম্পর্কে আলমেদরে বক্তব্য নমিনরূপ এবং এর মধ্যে কিছু দৃষ্টি আকর্ষণী ও কিছু পারিপার্শ্বিক তথ্যও রয়েছে:

১। শাইখ সুলাইমান বনি আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলছেন: জনে রাখুন, আলমে সাহাবীগণ, আলমে তাবয়ীনগণ ও তাঁদের পরবর্তী আলমেগণ কুরআন, আল্লাহর নাম ও সফীতসমূহের তাবযি লটকানো জায়গে হওয়ার ব্যাপারে মতভেদে করছেন। একদল বলছেন: তা জায়গে। এটি আব্দুল্লাহ বনি আমর ইবনুল আস (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবীর অভিমত এবং আয়শো (রাঃ) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সটোর প্রত্যক্ষ ভাব। আবু জাফর আল-বাকরেও এ অভিমত ব্যক্ত করছেন এবং ইমাম আহমাদ থেকেও এ ধরনের একটি অভিমত বর্ণিত আছে। তাঁরা সকলে উল্লেখিত হাদিসকে শরিকী তাবযি-কবচ অর্থে ব্যাখ্যা করছেন। আর যে সব তাবযি-কবচ কুরআন, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী রয়েছে সে সবের বখান এগুলো দিয়ে রুকিয়া করার মত। আমি বলব: এটি ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) এর মনোনীত অভিমতের প্রত্যক্ষ ভাব।

অপর একদল আলমে বলেন: তা জায়গে নয়। এটি ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি এবং হুয়াইফা (রাঃ), উকবা বনি আমরে (রাঃ) ও ইবনে আকমি (রাঃ) এর উক্তির প্রত্যক্ষ ভাব। একদল তাবয়ীও এ অভিমত ব্যক্ত করছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ছাত্রগণ। এটি ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত অন্য একটি অভিমত। ইমাম আহমাদের অনেকে ছাত্র এ অভিমতটি গ্রহণ করছেন এবং তার মাযহাবের উত্তরসূরী আলমেগণ এ অভিমতের পক্ষে দৃঢ়তা জ্ঞাপন করছেন। তাঁরা এ হাদিস দিয়ে এবং এ অর্থবোধক অন্যান্য হাদিস দিয়ে প্রমাণ পেশ করছেন। কনেনা এ হাদিসের বাহ্যিক মরম সামগ্রিক; এতে কুরআন দিয়ে প্রদত্ত তাবযি-কবচ ও অন্য কিছু দিয়ে প্রদত্ত তাবযি-কবচের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি; ঝাড়ফুকর ক্ষেত্রে যেভাবে পার্থক্য করা হয়েছে। এ অভিমতের পক্ষে এভাবেও সমর্থন মিলে যে, যে সকল সাহাবায়েরোম হাদিসটি বর্ণনা করছেন তারা সকলে এ হাদিস থেকে সামগ্রিকতা বুঝছেন; যমেনটি ইতিপূর্বে ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর অভিমত আলোচিত হয়েছে।

আবু দাউদ (রহঃ) ইসা বনি হামযা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: একবার আমি আব্দুল্লাহ বনি আকমি (রাঃ) এর নিকট প্রবেশে করলাম। তখন তিনি হুমরা (রোগে) আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম: আপনি কি তাবযি লটকাবনে না? তিনি বললেন: আমি এর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকালো তাকে সে জনিসিরে সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়....”

এই হচ্ছে কুরআন ও আল্লাহর নাম-সফীত দিয়ে তাবযি লটকানোর ব্যাপারে আলমেদরে মতভেদ। সুতরাং তাঁদের পরবর্তীতে শয়তানদের নাম দিয়ে ঝাড়ফুক করা ও শয়তানদের নামগুলো গলায় লটকানোর যে বদীত চালু হয়েছে; বরং শয়তানদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়া, তাদের জন্য জবাই করা এবং অনিষ্ট দূর করা ও কল্যাণ আনয়নের জন্য তাদের

কাছে প্রার্থনা করা ইত্যাদি যা কিছু নরিটে শরিক এবং আল্লাহ্ যাদেরকে রক্ষা করছেন তারা ছাড়া অসংখ্য মানুষের উপর এগুলোই প্রবল সবে সবারে ব্যাপারে আপনার কী ধারণা হতে পারে? সুতরাং আপনি একটু গভীর চিন্তাভাবনা করে দেখুন এ বিষয়ে ও এ কতিবরে অন্যান্য বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলছেন, সাহাবায়েরোম ও তাবয়ীগণ কসিরে উপরে ছিলেন, তাদরে পরবর্তীতে আলমেগণ কী বলছেন; এরপর আপনি পরবর্তী যামানার লোকেরো যা কিছু ঘটয়িছে সেগুলোর দকি়ে একটু নজর দনি তাহলে আপনার কাছে স্পষ্ট হয় যে যাবে, বর্তমানেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আনতি ধর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসারীহীন। আল্লাহুল মুস্তাআন (আল্লাহ্ই সহায়)। [তাইসরিল আযযিলি হামদি (১৩৬-১৩৮)]

২। শাইখ হাফযে হাকামী বলেন: “যদি এটি (তাবযি-কবচ) কুরআনেরে আয়াত দিয়ে হয়, অনুরূপভাবে সহহি সুন্নাহ দিয়ে হয় তাহলে এটি জায়যে হওয়ার ব্যাপারে পূর্বসূরী সাহাবায়েরোম, তাবয়ীন ও তাদরে পরবর্তী আলমেদেরে মধ্যে মতভেদে রয়ছে। সালাফদেরে কটে কটে এটাকে জায়যে বলছেন। এ ধরণেরে অভিমিত আয়শো (রাঃ), আবু জাফর মুহাম্মদ বনি আলী ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণতি আছে। আর তাঁদেরে কটে কটে এগুলো থেকে নষিধে করছেন, অপছন্দ করছেন এবং এটাকে জায়যে মনে করেননি। তাদরে মধ্যে রয়ছেন আব্দুল্লাহ্ বনি আকীম (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বনি আমর (রাঃ), উকবা বনি আমরে (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) এবং তাঁর ছাত্রবর্গ যমেন আসওয়াদ, আলকামা এবং তাদরে পরবর্তী ইব্রাহিম নাখায়ী ও অন্যান্য আলমেগণ।

নঃসন্দহে তাবযি থেকে বারণ করা গ্রহতি আকদার পথ রুদ্ধ করার ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত; বিশেষতঃ আমাদরে এ যামানায়। কারণ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবয়ীগণ তাঁদেরে সবে পবতির যামানাতই এটাকে অপছন্দ করছেন; অথচ তাদরে অন্তরে ঈমান ছিলি পাহাড়েরে মত মজবুত। সুতরাং আমাদরে এ ফতিনার যামানায় এটাকে অপছন্দ করা অধিক উপযুক্ত ও অধিক যুক্তযুক্ত। কতিব নয়; এ যামানার লোকেরো এ রুখসতকে ব্যবহার করে নরিটে হারাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং ঐ হারামে পৌঁছার জন্য এটাকে তারা একটা মাধ্যমে হিসেবে গ্রহণ করছে! যমেন তারা তাবজিরে মধ্যে একটি আয়াত, একটি সূরা, বসিমলিল্লাহ্ বা এ জাতীয় কিছু একটা লখি এরপর এর নীচে শয়তানী নকশাগুলো আঁকে; যারা তাদরে বইগুলো পড়ছে তারা ছাড়া অন্যরো এসব বুঝতে পারে না। যমেন তারা এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষেরে অন্তরকে আল্লাহ্র উপরে নরিভরশীল হওয়ার পরবর্তিতে তারা যে তাবযি লখিছে এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকার দকি়ে ধাবতি করে। বরং তাদরে অধিকাংশই মথিয়া কথা বলে তাদরেকে ভয় দেখায়; অথচ তাদরে কিছুই হয়নি। তারা যাকে ফাঁদে ফলে তার সম্পদ হস্তগত করতে চায় যখন বুঝতে পারে যে, সে তার দ্বারা প্রভাবতি তখন তার কাছে এসে বলে যে, তোমার পরবারে বা তোমার সম্পদে বা তোমার নজিরে এমন এমন ঘটবে। কথিবা বলে যে, তোমার সাথে জ্বনি আছে কথিবা এ জাতীয় অন্য কিছু এবং এর সাথে শয়তানী ওয়াসওয়াসার প্রাথমিক কিছু আলামত ও কিছু বিষয় উল্লেখ করে। এমনভাবে বলে যনে সে তার ব্যাপারে সম্যক অবগত ও তার প্রতি খুবই সহমর্মী, তার কল্যাণ করতে আগ্রহী। যখন এই নরিবোধ ও মূখ লোকটির অন্তর সে যা উল্লেখ করছে তা শুনতে ভীত হয়ে উঠে তখন সে তার প্রভু থেকে বমিখ হয়ে পুরোপুরিভাবে এই মথিয়ুকের দকি়ে মনোনিবেশ করে, তার কাছে আশ্রয় চায়,

আল্লাহর বদলে তার উপরে নরিভর করে এবং তাকে বলে: আপনি যে সমস্যার কথা উল্লেখ করলেন সেটো থেকে মুক্তির উপায় কী? এটি প্রতিরোধ করার কৌশল কী? যেন এই ব্যক্তির হাতই কল্যাণ ও অকল্যাণ। এ পর্যায়ে এসে এ ব্যক্তির ব্যাপারে এই মথিয়ুকের আশা পূর্ণ হয় এবং তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার লোভ আরও বেড়ে যায়। তখন সে বলে: ‘তুমি যদি আমাকে এত এত অর্থ দাও তাহলে আমি তোমার জন্য একটি প্রদা লিখি দি। এই প্রদার দরৈঘ্য এত হবে, প্রস্থ এত হবে; এভাবে সে প্রদার বর্ণনা দিয়ে এবং রঙ রূপ দিয়ে সে তার কথা উপস্থাপন করে। এই প্রদাটি তুমি অমুক অমুক রোগ থেকে বাঁচার জন্য টানাবে।’ আপনি কি মনে করেন, এই বিশ্বাসের সাথে এই কর্মটি ছোট শরিক? না; কক্ষণে নয়। বরং এটি গাইরুল্লাহকে উপাস্য বানানো, গাইরুল্লাহর উপরে নরিভর করা, তার কাছে আশ্রয় চাওয়া, মাখলুকের কর্মের প্রতি ঝুঁকি পড়া এবং তাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা। শয়তান কি এ কৌশলগুলো তার দোস্ত মানুষ শয়তানদের মাধ্যমে ছাড়া করতে সক্ষম হত? আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘বলুন, রাত ও দিনে কে তোমাদেরকে রহমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারে? কনিতু তারা নজিদেরে রবের উপদেশ থেকে মুখ ফরিয়ে নিচ্ছে।’ [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৪২]

এসব ছাড়াও এই তাবযিরে নকশার সাথে কুরআনের কিছু অংশ লেখা হয় এবং অপবিত্র অবস্থায়ও সেটো ব্যক্তির সাথে লটকানো থাকে। চাই ব্যক্তি লঘু অপবিত্র হোক কিংবা গুরু অপবিত্র হোক; এটি সবসময় তার সাথে থাকে। কোন প্রকার অপবিত্রতা থেকে সে এটাকে পবিত্র রাখতে না। আল্লাহর শপথ; ইসলামের দাবীদার এই জিন্দীকরা (ধর্মত্যাগীরা) আল্লাহর কতিবেরে যত্নে অমর্যাদা করে আল্লাহর কতিবেরে শত্রুরাও এইভাবে অমর্যাদা করে না। আল্লাহর শপথ; কুরআন নাযলি হয়েছে তলোওয়াত করা, এর উপর আমল করা, কুরআনের নরিদশেনাবলী পালন করা, নবিধোজ্জােসমূহ থেকে বরিত থাকা, এর সংবাদসমূহে বিশ্বাস করা, এর সীমারখোগুলোতে থেমে যাওয়া, এর উপাস্যমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা, এর ঘটনাসমূহ থেকে নসহিত গ্রহণ করা এবং এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযলিকৃত এ ঈমান আনার জন্য। অথচ এ লোকেরো এ সকল আমলকে বাদ দিয়েছে, তাদের পছিনে ছুড়ে মেরেছে। কুরআনের লপি ছাড়া কুরআনের আর কিছু তারা সংরক্ষণ করেনি; যাতে এটা করে তারা ভুরভিজন ও উপার্জন করতে পারে; অন্য সব উপকরণের মত। যার মাধ্যমে তারা হারাম উপার্জন পর্যন্ত পৌঁছতে পারে; হালাল উপার্জন নয়। যদি কোন বাদশাহ বা আমীর তার অধঃস্থন কারো কাছে এই মরমে পত্র পাঠাত যে, তুমি এটা এটা কর, এটা এটা বর্জন কর, তোমার অধীনে যারা আছে তাদেরকে এ এ নরিদশে দাও এবং এটা এটা থেকে বারণ কর ইত্যাদি; তারা যদি এ পত্রটো না পড়ে, এর নরিদশে ও নবিধোবলী নিয়ে চিন্তাভাবনা না করে এবং যাদের কাছে এর পয়গাম পৌঁছানোর কথা ছিল তাদের কাছে না পৌঁছিয়ে গলায় লটকায় কিংবা বাহুতে লটকায় এবং পত্রের মধ্যে যা লেখা আছে সেটোর প্রতি ভ্রুক্ষেপে না করে তাহলে নশ্চিতি বাদশা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবে। সুতরাং আসমান ও জমনিরে পরাক্রমশালীর পক্ষ থেকে নাযলিকৃত কতিবটির সাথে কী আচরণ হওয়া উচিত; আসমান ও জমনিরে পরিপূর্ণ গুণ যার জন্য, আদি ও অন্তে প্রশংসা যার জন্য, সকল সদ্ভিদান্তরে মালিকি যিনি! সুতরাং তাঁর ইবাদত করুন। তাঁর উপর নরিভর করুন। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। আমি তাঁর উপরই নরিভর করছি। তিনি মহান আরশের প্রভু। আর যদি এ তাবযিগুলো কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হয় তাহলে নঃসন্দেহে এগুলো শরিক। বরং ইসলাম পালনকারীদের বৈশিষ্ট্য থেকে দূরত্বের বিবেচনায় এগুলো আযলাম (ভাগ্য নরিধারক বাটসিমূহ)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদি এ তাবযিগুলো কুরআন-

সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হয়; যমেন- ইহুদীদরে, প্রতীকৃতি পূজারীদরে, জ্যোতিষীদরে, ফরেশেতাদরে কথিবা জ্বনি বশকারীদরে নকশা দিয়ে হয় কথিবা পুতি, তাগা বা লোহার খোলশরে হয় তাহলে এগুলো শরিক; অর্থাৎ এগুলো লটকানো নঃসন্দেহে শরিক। যহেতে এগুলো বধৈ উপকরণ কথিবা জানাশুনা কোন ঔষধ বা চিকিৎসা নয়। বরং তারা এসব তাবজি-কবচরে ব্যাপারে এমন একটি বিশ্বাস করছে যে, এগুলো অমুক অমুক ব্যথা থেকে সত্বাগতভাবে নজিহে প্রতরিক্ষা করে; এগুলোর বশিষে বশিষেত্বের কারণে যাতে তারা বিশ্বাস করে। ঠিক যমেন মূর্তপূজারীরা তাদের মূর্তগুলোর ব্যাপারে বিশ্বাস করে। বরং এটি জাহিলী যামানার ঐসব আযলাম (বাটী)-এর মত যে বাটগুলিকে তারা সবসময় সাথে রাখত এবং যখনই কোন সন্ধানত নতি চাইত তখনই এ বাটগুলি দিয়ে তারা ভাগ্য নির্ধারণ করত। এমন তিনটি বাট ছিল। একটির উপরে লেখা ছিল: কর। অন্য একটির উপরে লেখা ছিল: করো না। তৃতীয়টির উপরে লেখা ছিল: বস্মূর্ত ঘটছে। যদি লটারীতে এই বাটটি উঠত যার উপরে লেখা ছিল ‘কর’ তখন ব্যক্তি উদ্দষ্টি কর্মে অগ্রসর হত। যদি এই বাটটি উঠত যার উপরে লেখা ছিল ‘করো না’ তখন ব্যক্তি উদ্দষ্টি কর্মটি বাদ দতিনে। আর যদি ‘বস্মূর্ত ঘটছে’ লেখা বাটটি উঠত তখন ব্যক্তি পুনরায় লটারী করত। আলহামদু লিল্লাহ; আল্লাহ আমাদেরকে এগুলোর পরবর্ত্তে অন্য একটি উত্তম বদলা দিয়েছেন; সটো হচ্ছে- ইস্তিখারার নামায ও দোয়া।

মূল কথা: কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে যে সব তাবযি সগুলো নষ্ট বিশ্বাস ও শরয়িতরে বরোধিতার ক্ষেত্রে এবং ইসলামের অনুসারীদের বশেষ্ট্য থেকে দূরত্বের ক্ষেত্রে আযলাম (ভাগ্য বাটগুলি)-র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা নরিতে তাওহীদ এসব থেকে বহু দূরে। ইসলামের অনুসারীদের অন্তরে ঈমান এত মহান যে, এসব প্রবশেরে কোন সুযোগ নাই। তারা এত মহান মর্যাদা ও এত মজবুত একীনেরে অধিকারী যে, তারা গাইবুল্লাহর উপরে নির্ভর করতে পারে না এবং গাইবুল্লাহর প্রতী আস্থা রাখতে পারে না। আল্লাহই তাওফকিরে মালিক।”[মআরজুল কাবুল (২/৫১০-৫১২)]

আমাদের শাইখগণ তাবযি নষিদিহ হওয়ার মতটি গ্রহণ করছেন; এমনকি সে তাবযি কুরআন দিয়ে হলও।

৩। স্থায়ী কমটির আলোমগণ বলছেন:

“যদি তাবযি-কবচ কুরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হয় তাহলে এমন তাবযি পরধান করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলোমগণ একমত। তবে যদি কুরআন দিয়ে হয় সক্ষেত্রে তারা মতভেদে করছেন। কটে কটে তাবযি পরাক জায়যে বলছেন; আর কটে কটে হারাম বলছেন। হাদসিগুলোর সামগ্রিকতার দলিল এবং হারামের পথ রুদ্ধ করার দিক বিবেচনা থেকে তাবযি পরা হারাম হওয়ার অভিমতটি অগ্রগণ্য।”

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি গুদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি কুয়ূদ।[ফাতাওয়ালা লাজনাদ দায়মি (১/২১২)]

৪। শাইখ আলবানী (রহঃ) বলেন: “এখনও এই ভ্রষ্টতা বদুঈন, কৃষক ও কিছু শহরবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান। অনুরূপ ভ্রষ্টতা



হল পুত্ৰ; কছিকু কছিকু ড্ৰাইভাৰ তাদৰে গাড়ীৰ সামনৰে গ্লাসৰে সাথৰে যৰে পুত্ৰগিলো লটকয়িৰে রাখৰে। কডে কডে পুৰোনো কোন একটীজুতা তৰ গাড়ীৰ সামনৰে অংশৰে কথিৰা পছিনৰে অংশৰে টানয়িৰে রাখৰে। আবার অন্য কডে কডে ঘোড়ার জুতা বাড়ীৰ সম্মুখভাগৰে কথিৰা দোকানৰে সম্মুখভাগৰে লটকয়িৰে রাখৰে। তারা দাবী কৰনে যৰে, এ সবকছিকু বদনজৰ রোধ কৰার জন্য কৰা হয়। তাওহীদৰে ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে এ ধরণৰে আরও অনকে কছিকু সয়লাব হয়ছৰে। ছড়য়িৰে পড়ছৰে শৰিক ও পটৌতলকিতা; অথচ রাসূলগণকৰে প্ৰৱেণ কৰা হয়ছৰে এবং কতিবসমূহ নাযলি কৰা হয়ছৰে এগুলোকৰে প্ৰতহিত ও উৎখাত কৰার জন্য। আল্লাহ্ৰ কাছৰেই মুসলমানদৰে অজ্ঞতা ও দ্বীন থকৰে তাদৰে দূৰে সৰে যাওয়ার অভিযোগ পশে কৰছৰে।”[সলিসলিতুল আহাদছিসি সাহহি (১/৮৯০, হাদসি নং ৪৯২)]

আল্লাহ্ই সৰ্ববজ্ঞ।